দৈনিক ইনকিলাব

FEB 12 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩.....

মহীশুরে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ

ভারতের কর্নাটক প্রদেশের পাহাড়বেষ্টিত শান্ত সুনিবিড় শহর মহীশুর। ইতিহাস বিখ্যাত বীর টিপু সুলতান একদা দাপটের সাথে শাসন করেছেন এই শহর। গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ, যানজটহীন এই মহীশুর নগরীতে পড়ালেখার চমৎকার সুযোগ রয়েছে। মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের একটা অতি প্রাচীন বিদ্যাপীঠ। ১৯১৬খ্রীস্টাব্দে ২৭ জুলাই তৎকালীন মহীশুরের রাজা নালভাদি কৃষ্ণরাজ ওয়াদেয়ার-৪ এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারতের পঞ্চম এবং কর্নাটক প্রদেশে প্রথম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২২টি এফিলিয়েটেড কলেজে দেশী ও বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ রয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে এসব কলেজগুলোতে কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেক্ট্রনিক্স, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রী, ফার্মাসি, বিবিএম প্রভৃতি বিষয়ে পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে।

মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কোর্সগুলো কম্বিনেশন সিস্টেমের। তিন বছর কোর্সের প্রতি বছরই এনধারে তিনটি করে বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হয়। এটা স্নাতক সম্মান কোর্স নয় প্রতি বছর কিছু ভুয়া রিক্রুটিং এজেন্সি শিক্ষার্থীদের ভুল তথ্য প্রদান প্রতারিত করে। এখানে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রীতেও অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। এই কোর্সগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টগুলোতে সরাসরি অফার করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীতে অধ্যয়নের জন্য তিনটি সেন্টার রয়েছে- (১) মানাসাগোঙ্গোত্রী (২) মান্ডিয়া ও (৩) হাসান। প্রায় ৫৫টি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

পিএইসডি এবং উচ্চতর গবেষণায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি সমগ্র ভারত তথা বিশ্ব জুড়ে। অতি সম্প্রতি মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয় একটি পাঁচ তারা বিশ্ববিদ্যালয় বলে বিবেচিত হয়েছে।

এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা একটি ভিন্ন ধরনের। গ্রাজুয়েশন বা স্নাতক শ্রেণীতে তিনটি বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হয়। পরবর্তীতে অর্থাৎ মাস্টার্স এই তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি নিয়ে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও ইংরেজী এবং অপর একটি ভাষা নিয়ে অধ্যয়ন করতে হয়। এখানে শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজী, হিন্দী ও কান্নাডা ভাষার পাশাপাশি বেশীরভাগ জনগোষ্ঠী ইংরেজী ভাষাও ভাব আদান-প্রদান করে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিভিন্ন বিদেশী গবেষণা সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বিত কার্যক্রম রয়েছে। প্রতি বছর এখানে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য এসে থাকে। তবে পোস্ট গ্রাজুয়েশন-এ ভর্তির ক্ষেত্রে ভারত থেকে গ্রাজুয়েশন করা বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। তবে বিদেশী ডিগ্রীধারীদের ভর্তির ক্ষেত্রে একাডেমিক ফলাফলের ভিত্তিতে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এখানে ভর্তির সেশন শুরু হয় জুন-জুলাই-এ।

বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য FOREIGN STUDENTS' ADVISOR রয়েছে। ADVISOR-এর অফিস বিদেশী ছাত্রদের ELIGIBILITY অর্থাৎ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নের উপযুক্ততা যাচাই এবং এসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ব্যাপারে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

❑ এসএম জুবায়ের হোসেন